মাটির নীচে গুপ্তধন

৯ কাঠা জমিতে ৪০ কুইন্টাল আলু ফলিয়েছেন নদীয়ার চাষী

অমিতাভ বিশ্বাস

করিমপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি— মাত্র ৯ কাঠা জমিতে ৪০ কুইন্টাল আলু ফলিয়ে এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন এক চাষী। নদীয়ার হোগলবেড়িয়া থানার মানিকনগর গ্রামের চাষী অরবিন্দ পাল এ বছর তাঁর জমিতে আলু চাষ করে অস্বাভাবিক ফলন পেয়েছেন।

এই আলু চাষীর দাবি, প্রত্যেক বছর গতানুগতিক ভাবে বাড়ির খাওয়ার জন্য এলাকার চাষীরা তাঁদের জমিতে আলু চাষ করেন। কিন্তু আমি শুধু বাড়ির খাওয়ার প্রয়োজনে নয়, স্বনির্ভর হওয়ার জন্য আলুর সঙ্গে সারা বছর নানা রকম সবজি চাষ করি। আমাদের এলাকার চাষীদের ধারণা, আলু চাষের প্রয়োজনীয় মাটি বা পরিবেশ রাজ্যের বর্ধমান ও হুগলি ছাড়া অন্য কোথাও নেই। কিন্তু এখানেও ভাল আলুর চাষ করা সম্ভব, সেটা আমি নিজের জমিতে চাষ করে প্রমাণ করে দিয়েছি। আসলে আলু কিংবা সবজি চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষিত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে আমাদের জেলার চাষীরা কঠোর পরিশ্রমে ভাল ফলন করেও হিমঘর না থাকায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

এবারের আলু চাষ সম্পর্কে অরবিন্দবাবু বলেন, অগ্রহায়ণ মাসে বর্ধমানের নাদনঘাট থেকে পাঞ্জাবের পোখরাজ আলুর এক কুইন্টাল বীজ এনেছিলাম। জমিতে বীজ লাগানোর আগে আট বার মাটি আলগা করার জন্য চাষ করি। যাতে আলু বড় হতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। তারপর ওই জমিতে পচিশ কেজি ফসফেট, দশ কেজি পটাশ সার ও জমির পোকা মারতে দানা ওষুধ ব্যবহার করি। জমি তৈরির পর আলুর বীজ লাইন করে ছড়িয়ে দেওয়ার পর কুড়ি কেজি ডিএপি সার দেওয়ার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিই। পরের দিন সেচ দিয়ে সম্পূর্ণ জমি ভিজিয়ে দিয়েছিলাম। তার বারো থেকে চোদ্দ দিন পর গাছ বড় হওয়ার সময় নাইট্রোজেন, পটাশ, ফসফেট ও ডিএপি মিলিয়ে মোট কুড়ি কেজি সার দিয়েছিলাম। গাছের উচ্চতা সাত থেকে আট ইঞ্চি হওয়ার পর গাছের গোঁড়ায় মাটি দিয়ে আবার জল সেচ দিই। এই সেচ দেওয়ার দুদিন পর নাইট্রোজেন সার দিয়েছিলাম। তারপর কুয়াসা, কীটপতঙ্গ ঠেকাতে পরবর্তীতে প্রায় দশ বার বিভিন্ন কীটনাশক প্রয়োগ করি। আলু লাগানোর একশো দিনের মাথায় রবিবার আলু তুলতে গিয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাই, মাটি সরালেই আলু দেখতে পায়। সব মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ করে চল্লিশ কুইন্টাল আলু পেয়েছি। বাজার দর কম থাকার জন্য এখন ওই আলু বাড়িতে রেখে দেব। অন্যান্য জেলার মত এলাকায় হিমঘর থাকলে বাজারদর অনুযায়ী আলু বিক্রি করলে লাভবান হতাম, সেই উপায় এখানে নেই। এলাকার আরেক চাষী সন্তোষ মণ্ডল বলেন, আমি এবছর পঞ্চাশ কেজি বীজ লাগিয়ে মাত্র আট কুইন্টাল আলু পেয়েছি। এলাকার অনেক চাষি লাভ লোকসান না দেখে বাড়িতে খাওয়ার জন্য এভাবে আলু চাষ করেন।

কিন্তু অরবিন্দ পাল সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের এখানেও ভালভাবে আলু চাষ করলে স্বনির্ভর হওয়া যায়। করিমপুর-১ ব্লকের কৃষি আধিকারিক শ্যামপ্রসাদ মজুমদার বলেন, আমি প্রথমে অরবিন্দ পালের আলু চাষের কথা শুনে চমকে গিয়েছিলাম। ওঁর কাছে থেকে চাষের আভিজ্ঞতা নিয়ে এলাকার অন্য চাষীদের জানাব।

শুরু উন্নত মানের আলু বীজ উৎপাদন

সুখেন্দু আচার্য

কল্যাণী, ২০ ফেব্রুয়ারি— রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে উন্নত মানের আলুর বীজ উৎপাদন শুরু করল বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। উন্নত মানের বীজ রাজ্যের কৃষকরা যাতে এখান থেকেই পেতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নেয়। চাষীরা যাতে পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের উন্নত মানের বীজের ওপর আর নির্ভরশীল না হয়, তার জন্যই এই উদ্যোগ। এ ব্যাপারে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ধরণীধর পাত্র জানান, এবার রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে যাতে আলুর বীজ বিশ্বিবদ্যালয় উৎপাদন শুরু করে। সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অফ ফামর্স সুধীব্রত মিশ্র। সুধীব্রত মিত্রের কথায়, এবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খামারে ৮৫ বিঘে জমিতে বীজ উৎপাদন করেছি। মূলত কুফরি জ্যোতি ভ্যারাইটির ফাউন্ডেশন টু-সার্টিফায়েড আলুর বীজ উৎপাদন করেছি। কৃষি বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে এই বীজ উৎপাদনের কাজ হয়েছে। আমরা এ বছর প্রায় ১০০ টন আলুর বীজ তৈরি করতে পেরেছি। এই বীজ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। খামারগুলিতে কৃষি বিজ্ঞানীরা সর্বদা নজর দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে উন্নত মানের রোগবিহীন বীজ কৃষকরা পায়। অন্য দিকে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আলুর বীজ উৎপাদনে বিভিন্ন জেলার কৃষকরা ভীষণ উৎসাহিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে কৃষকদের অনেকে কৃষি খামারে এসে আলুর বীজ দেখে খুশি। তাঁদের অনেকের অভিমত, রাজ্যের বাইরে বীজ আনতে অনেক সময় ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। সঠিক সময় বীজ পাওয়া একটা সমস্যা চাষীদের কাছে। সরকার যদি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই আলুর বীজ নিয়ে তাদের দেয়, তবে তাঁরা ভীষণ উপকৃত হবেন। নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা বীজও পাবেন।

আজকাল
২১ শে ফেব্রুঃ ২০১৭
পৃষ্ঠা-৬